হিন্দু ধর্ম
ও
সমাজের অস্তিত্ব সমাপ্ত করার ষড়যন্ত্র

"ধর্মরক্ষা মঞ্চ"

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের
অস্তিত্ব সমাপ্ত করার ষড়যন্ত্র

"ধর্মরক্ষা মঞ্চ"

১৭/বি, নলিন সরকার স্ট্রিট

কলকাতা- ৭০০ ০০৪

প্রকাশকঃ

"ধর্মরক্ষা মঞ্চ"

১৭/বি, নলিন সরকার স্ট্রিট

কলকাতা- ৭০০ ০০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ

দোল পূর্ণিমা, ২০০৯

বর্ণসংস্থাপনায় ও প্রিন্টিং ঃ

মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং

৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন,

কলকাতা- ৭০০ ০০৬

সহযোগ রাশি ঃ

৩.০০ (টাকা মাত্র)

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অস্তিত্ব সমাপ্ত করার ষড়যন্ত্র

হিন্দু সমাজ আজ বিপন্ন। ধর্ম, সমাজ আজ সংকটের মুখে। নানাভাবে আক্রমণ আসছে। সোমনাথ, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী'র মতো ঐতিহ্যপূর্ণ মন্দির ধ্বংস হয়েছে। মা-বোনেদের অপহরণ, হত্যা, ধর্মান্তরকরণে দেশের চারিদিকে আজ ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গত ২০ বছরে হত্যা হয়েছে ৮০ হাজার নাগরিক ও ২০ হাজারের অধিক সুরক্ষা কর্মী। জনসাধারণের হাজার হাজার কোটি টাকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যয় হয়ে গেছে। হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হলেও সন্ত্রাসবাদ কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সংসদ, মন্দির, বাজার, হোটেল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরের কোন কিছুই এখন সুরক্ষিত নয়। অথচ এই অরক্ষিত জনতার কাঁধে ভর করে সেকুলারবাদীরা ভোটযুদ্ধে জিতে চলেছে।

১৯৯৩ সালে মুম্বইতে ১৩ জায়গায় বিস্ফোরণের ঘটনায় চিহ্নিত অপরাধীরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের আইনকে ফাঁকি দিয়ে সুযোগ নিয়ে চলেছে তারা। দিল্লির বাতলা হাউস

কাণ্ডের জেরে আইনি প্রক্রিয়া চালাতে পুরো শক্তি লাগিয়ে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত কতজন আতঙ্কবাদীর শাস্তি হয়েছে? আফজল গুরুর ফাঁসির সাজা রদ রাখা হয়েছে কি কারণে? সেকুলারবাদী দলগুলি 'পোটা'র মতো কড়া আইনকে পঙ্গু করে রেখেছে। মুসলিমদের খুশি করতে সিমি'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাকে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদের কারণে কাশ্মীর হিন্দুহীন বলা যায়। ভারতে ইসলামী শাসন চাপানোর চেষ্টা করে চলেছে। আতঙ্কবাদ এখন দাঁড়িয়ে তিন স্তম্ভের উপর—মুসলিম, মার্কস ও মিশনারী। এই তিনই ভারতের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

কট্টরপন্থী তৈরীর কেন্দ্র মাদ্রাসা ঃ

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে ভারত সীমার মধ্যে আগাছার মতো গজিয়ে উঠেছে মসজিদ। বিহার ও বাংলায় এখন মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১৮০০। সমগ্র ভারতে সংখ্যা এক লাখের মতো। এসব মাদ্রাসায় প্রতি বছর ১৫ লাখ তালিবান ও মুজাহিদ জন্ম নেয়। বেনজির ভুট্টো ও পারভেজ মুশারফ পর্যন্ত মেনেছেন মাদ্রাসা হল আতঙ্কবাদী তৈরির কেন্দ্র। সারা বিশ্বের মাদ্রাসায় একই শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হলেও এদের প্রধান কাজ সন্ত্রাসবাদীদের পালন-পোষণ ও প্রশিক্ষণ।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সন্ত ও সমাজকে লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্র ঃ

কাঞ্চি কামকোঠির শঙ্করাচার্য পূজ্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজকে হত্যা মামলা এবং কামিনীকাঞ্চনের মিথ্যা অপবাদে জড়িয়ে গ্রেফতার করা হল। পূজ্য আশারাম বাপুকে নানা অছিলায় অপরাধী সাব্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কেরল সরকার তো সন্তদের নানাভাবে হয়রানি করছে। ওড়িশাতে ৮৪ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী লক্ষ্মণানন্দকে খৃষ্টানদের দ্বারা হত্যা কিসের ইঙ্গিত ? হিন্দু তথা ভগবা আতঙ্কবাদ নামে একটি কথা সম্প্রতি বাজারে ছাড়া হয়েছে।

দেশভক্ত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তো সম্প্রতি বদনামের অভিযান শুরু হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী ও মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে কোনও কঠোরতা দেখান হচ্ছে বা হয়েছে ? একজন সন্ন্যাসিনীর চার বার নার্কো টেস্ট হয়েছে।

এক সেনা অধিকারী ও সাধুকে সন্ত্রাসবাদের ঘটনায় জড়িয়ে নার্কো টেস্ট, ব্রেন ম্যাপিং, কেমিক্যাল ইনজেকসান দেওয়া ইত্যাদির একটাই উদ্দেশ্য ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের দিক থেকে সমাজের মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কবাদী আছে তা প্রতিপন্ন করা।

শিক্ষার মাধ্যমে ঃ

লর্ড মেকলের মানসপুত্র সেকুলারিরা আজ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যভিচারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। দৃষ্টান্ত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. (অনার্স)-এর ইতিহাসে লেখা হয়েছে—

(১) সীতা রাবণের কন্যা (২) হনুমানজী বানরকুলের মধ্যে দলছুট একটি ছোট বাঁদর ছিল। সে ছিল কামুক প্রকৃতির। লঙ্কার বিভিন্ন শয়নকক্ষে স্ত্রী-পুরুষদের আমোদপ্রমোদ দেখে সে আনন্দ পেত (৩) রাবণ ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীর সাথে ব্যভিচার করেছিল।

পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুষদের প্রতি অপমানকর অনেক উক্তি হিন্দুদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ফলে সরকারি পুস্তক থেকে বাদ দিতে হয়েছে। ২০০৫ সালে মুদ্রিত ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.-এর পুস্তকে বলা হয়েছে—ভগবান শঙ্কর ছিলেন নগ্ন, অবসাদগ্রস্ত এক সাধু। তিনি তপস্বী ও দেবতাদের স্ত্রীদের চরিত্র হরণ করতেন। মা দুর্গা সর্বদা সুরাপানে মত্ত অবস্থায় থাকতেন।

এডস্ রোগের সুরক্ষার নামে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনশিক্ষা প্রবর্তন করে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম ও পরিবার ব্যবস্থাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই ঐতিহাসিক পুরুষ। আধুনিক

ইতিহাসবিদ দ্বারা সমর্থিত, অথচ সেকুলারবাদীরা স্রেফ ভোটের লোভে তাঁদের অস্বীকার করে চলেছেন। একারণেই রামসেতু ধ্বংসের যোজনা তাঁরা বানিয়েছেন। উক্ত কারণেই রাম জন্মভূমিতে মন্দির বানানো যাচ্ছে না।

বাবা অমরনাথ যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য জমি হস্তান্তর হতেই রাজনীতির রঙ চড়ান হল। অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে হজ হাউসের জন্য ভূমি নেওয়া হচ্ছে, তাতে কোন দোষ দেখছে না সেকুলারবাদীরা।

খৃষ্টান চার্চের পাদ্রীরা হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে অশ্লীল বই প্রকাশ করে চলেছে এবং হিন্দুদের তা দিয়ে বিভ্রান্ত করার কাজ করছে।

সেকুলারবাদীদের কাজকর্মের অন্য দৃষ্টান্ত ঃ—

* হিন্দু দেবদেবী ও অবতারদের লীলা নিয়ে যারা নগ্ন অশ্লীল চিত্র আঁকছে তাদের বাহবা দেওয়া হচ্ছে।
* সংস্কৃতকে মৃত ভাষা ঘোষণা এবং তার প্রতি উপেক্ষা।
* দুটাকার মুদ্রায় ক্রশ আঁকা।
* কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের প্রতীক চিহ্ন (লোগো) থেকে সূর্য ও প্রস্ফুটিত পদ্ম বাদ দিয়ে চাঁদ-তারা ও ক্রশচিহ্ন যুক্ত করা।

*   মঠ-মন্দিরে ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ ঘুরপথে মসজিদ ও চার্চকে দেওয়া।

এর কারণ একটাই। গোভক্ষকদের সমবেত ভোটের প্রতি লোভ। এতেও ক্ষান্ত নয়, সেকুলারবাদীরা দেশের ৩৬ হাজার কলকারখানায় সরকারি সংরক্ষণ শুরু করেছে। প্রতিদিন ২০,০০০ গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে।

প্রধানমন্ত্রী বলছেন দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রথম অধিকার মুসলিমদের। কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার আগে দেখা দরকার তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মশিক্ষা যেখানে পিছিয়ে পড়ার কারণ সেখানে কি ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে মুসলিমরা ৭০০ বছর ধরে এদেশে শাসন চালিয়েছে তারা কি সত্যই পিছড়ে বর্গের মধ্যে পড়ে।

অনুপ্রবেশ এক নিঃশব্দ আক্রমণ ঃ

ভারতকে দারুল-ইসলাম বানানোর জন্য এ পর্যন্ত তিন কোটি বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এদেশে।

*   আসামের ৮২ লাখ হেক্টর জমি এখন মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের কবলে।

*   সরকারী খাস জমি অথবা বেসরকারী জমিকে কব্জা, মসজিদ ও মাজার নির্মাণ আর এক উদাহরণ।

* ভারতে সক্রিয় জেহাদি জঙ্গী সংগঠনের জন্য হাতিয়ার এইসব অনুপ্রবিষ্ট এলাকার মাধ্যমে আসছে।

* বাংলাদেশের মদতে আই.এস.আই.-এর ভারতীয় জাল নোট আসছে এদেশে।

* আফিম, চরস, গাঁজা ইত্যাদি মাদক পচারের ব্যবসার রমরমা এই অনুপ্রবেশকারীরা করে চলেছে।

* ভারতের ১ টাকা মুদ্রার চোরাচালান বাংলাদেশে যাচ্ছে এইসব অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে।

* দেহ ব্যবসার মতো অমানবিক কাজ বাংলাদেশী মেয়েদের মাধ্যমে করানো হচ্ছে। এদের দ্বারা অনেক ভারতীয় মেয়েরাও দুষ্কর্মতে ফেঁসে যাচ্ছে।

* কিছুদিন আগে বোড়ো জনজাতিদের গ্রামে হামলা চালিয়েছে এই অনুপ্রবেশকারীরা। এই হামলায় জ্বলেছে ৪০টি গ্রাম। মারা গেছে ৫৪ জন হিন্দু নরনারী। ১৬০০ পরিবারের ঘর অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে এদের দ্বারা। একলাখ হিন্দু নরনারী এখন জীবনযাপন করছে শরণার্থী শিবিরে।

* এরা এখন রাজমিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, চাবাগান ও ইঁট ভাটায় কম মজুরীতে কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

* এইসব বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা আসামের ৪৬টি ও পশ্চিমবাংলায় ৫২টি বিধানসভা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। অন্য অর্থে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে।

* কাল এ সংকট আপনাদের সামনে আসবে না এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি? অনুপ্রবেশকারীদের কৌশল হল প্রথমে প্রবেশ করো, তারপর জন্মহার বাড়াও। এলাকা কব্জা করো। পুরানো বাসিন্দাদের উত্যক্ত এবং নানা অছিলায় উৎখাত করো।

* আশ্চর্য এদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে সেকুলার রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দল। এদের থেকে ভোট পাওয়ার লোভে এদের রেশন কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে। এদের নামে বিদ্যুৎ, জল ও দূরভাষেরও ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। জুড়ে যাচ্ছে ভোটার তালিকায় নাম। দেশের সেকুলার নেতারা এদের দিক থেকে ভাবী বিপদের চিন্তা না করে এদের নাগরিকত্ব দানের ওকালতি করছে।

ধর্মান্তরকরণ—এক রাষ্ট্রগত সংকট ঃ

ধর্মান্তরকরণ একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। এক ধরণের

আক্রমণও বলা যায়। মুসলিমরা তরোয়ালের দ্বারা ধর্মান্তর করে। পর্তুগীজ ও ইংরাজ পাদ্রীদের মাধ্যমে হয় ছল ও প্রলোভন দ্বারা বা কপটতার মাধ্যমে হিন্দুদের বিভিন্ন জাতি, জনজাতি, পিছিয়ে পড়া বনবাসীদের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে ধর্মান্তরিত করে তারা। যারা ধর্মান্তরিত হয় না তাদের সমাজচ্যুত করা হয়। স্বাধীন ভরতে এও এক আক্রমণ।

যেখানে অধিকমাত্রায় ধর্মান্তরকরণ হয়েছে, সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে। ধর্মান্তরিতদের হিন্দুদের দেবদেবী, তীর্থ, নিজ সংস্কৃতিকে অপদস্থ করতে শেখানো হচ্ছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পরম্পরার বিপরীত আচরণ করে। ধর্মান্তরকরণে কেবল উপাসনা পদ্ধতি বদলায় তা নয়, রাষ্ট্রকেও বিপন্ন করে। পাকিস্তান এর জ্বলন্ত উদাহরণ। কাশ্মীর এর আর এক প্রমাণ। সমস্ত উত্তর-পূর্বঞ্চলে চার্চ-এর দ্বারা ধর্মান্তরন হেতু, বারবার তারা ভারত রাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে চেয়েছে।

এর জন্য দায়ী কে? নির্বাচনের সময় তথাকথিত সেকুলারবাদীরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মদ্য ও অন্যান্য সাময়িক দ্রব্যাদির প্রলোভন দেখিয়ে ভোটে জিতে স্থায়ীভাবে ঠকিয়ে চলেছে। হিন্দু সমাজকে এব্যাপারে জাগ্রত হয়ে বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নয় আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র। রাম জন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরর নির্মাণের সঙ্কল্প

গৌরবের কথা। কিন্তু তা এখনও রূপায়িত হয়নি। ধর্মান্তরকরণ রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিদের সাহায্যে আজ দেশের অস্থিরতা বাড়ছে। দেশের ঐতিহ্যরক্ষাকারী শক্তিকে রক্ষা করতে হবে। ভোটের মাধ্যমে দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের তাই সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। মহাভারতের সেই কথা মনে রাখতে হবে, "রাজা কালস্য কারণম্"—রাজাই কালের নির্মাতা।

ভারতের ধর্মীয় পরম্পরা রক্ষার আবেদন

'ধর্ম চক্র প্রবর্তনায়' এই ধ্যেয়বাক্য নিয়ে গত ২৮-২৯ জানুয়ারী ২০০৯ মুম্বাইয়ের সৌময়্যা কলেজ ময়দানে ধর্মরক্ষা মঞ্চের প্রথম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সারা দেশের বিশিষ্ট সন্তগণ মিলিত হয়ে যে এগারো সূত্রীয় ঘোষণা পত্রটি প্রকাশ করেছেন সেগুলি হল—

● ভারত একটি আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র। ধর্ম তার সাধন এবং সংস্কৃতি তার ফসল। সমগ্র বিশ্ব ভারতকে এইভাবে দেখে ও জানে। কিন্তু এই দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মবিহীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখানোর অপপ্রয়াস চলছে তার পরিণামে আমাদের শিক্ষা, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের পরম্পরা ও সংস্কার সমুহের উপর প্রতিকূলতা বাড়ছে। 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ' আমাদের মূল অবধারণা। ভারতের আধ্যাত্মিক পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা জরুরি।

● ভারতের আস্থার প্রতীক সমূহ যথা ধর্মস্থল, মঠ-মন্দির-তীর্থ ও পূজাস্থল, সাধু-সন্ত-ধর্মাচার্যগণ, সদ্‌গ্রন্থ, দেব-দেবী-অবতারদের মান-সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক।

● আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রেরণার মূর্ত প্রতীক মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতে তাঁর গরিমানুরূপ ভব্য মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা হোক।

● গঙ্গা-গোমাতা-রামসেতু আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়। এগুলিকে রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

● ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্র-এক নিশান-এক বিধান-এক জন সমুদায় এই নীতি অনুসারে সমান নাগরিক আইন চালু করা প্রয়োজন।

● ভারতে আবহমানকাল ধরে যে ধার্মিক পরম্পরা চলে আসছে তার কোন পরিবর্তন অথবা ঐ পরম্পরার প্রতি বিশ্বাস রয়েছে যে জনসমুদায়ের, তাদের ধর্মান্তরিত করা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রদ্রোহিতা যা সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা বন্ধ করতে হবে।

● আমাদের সংস্কৃতি শরণাগতদের প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ। বিশ্বের উৎপীড়িত, প্রতাড়িত জনগণ সময় সময় এই দেশে এসেছে। আমরা অতিথির মর্যাদা দিয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। তাদেরকে আমরা আপন করে নিয়েছি। কিন্তু যারা অন্য রাষ্ট্র থেকে আমাদের দেশে ঢুকে আমাদের ঐতিহ্য, স্বাভিমান ধ্বংস করছে ও রুজি-রোজগারে ভাগ বসাচ্ছে এবং দেশের ক্ষতি সাধনে সর্বদা চক্রান্ত করছে তারা অনুপ্রবেশকারী। অসৎ উদ্দেশ্যে সীমা অতিক্রম করে দেশে ঢোকার মতো রাষ্ট্রীয় অপরাধকে দমন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

● 'সর্বভূত হিতে রতাঃ' আমাদের লক্ষ্য। প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণ সাধন আমাদের জীবনাদর্শ। সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, দর্শন যেকোন দিক দিয়ে আমরা কারও চাইতে কম নই। বৈশ্বীকরণের নামে দৃশ্য ও শ্রবণ মাধ্যমগুলির প্রচারে আমাদের পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজের বাজারিকরণ করা হচ্ছে এবং আমাদের জীবনমূল্যের উপর বার বার আঘাত করা হচ্ছে। এই

অপসংস্কৃতির দুষ্পরিণাম সম্পর্কে দেশবাসীকে জাগ্রত এবং সরকারীস্তরে এইসব বন্ধ করার প্রয়াস করতে হবে।

● শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ও আত্মনির্ভরতার জন্য ভারত জগদ্‌গুরুর আসন লাভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে শিক্ষার অবমূল্যায়ন হয়েছে যার প্রভাব বর্তমান প্রজন্মের উপর স্পষ্ট। ইতিহাসকে বিকৃতি, সাহিত্যকে কলুষিত, পাঠ্য-পুস্তক সমূহে অনুচিত পরিবর্তন ইত্যাদির দ্বারা তাদেরকে সংস্কৃতি বিরোধী ও আস্থাহীন করে তোলা হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

● ভাষা-রীতি-রেওয়াজ ও উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা এক সমৃদ্ধশালী জাতি ও রাষ্ট্র। আমাদের সমাজ রচনা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখে সামাজিক ন্যায় ও সমরসতা গড়ে তোলা যায়। 'বিবিধতার মধ্যে একতা' আমাদের জীবনশৈলী। 'একং সদ্-বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' আমাদের মন্ত্র। এইজন্য ভাষা-মত-পন্থ-সম্প্রদায়-রীতি পদ্ধতি গত বৈসাদৃশ্য থাকলেও আমরা ভারতবাসী সব এক। যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন আমাদের জাতীয় একাত্মতাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা আমাদের কর্তব্য।

● আমাদের জন-জীবনের শাশ্বত আদর্শ হল 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' এবং 'অহিংসা পরমধর্ম'। আমরা শান্তি, সদ্‌ভাব ও

পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও আত্মীয়তার পরিবেশে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চাই। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমরা সর্বদা হিংসা, অরাজকতা-শোষণ এবং অনাচারের বিরুদ্ধে। যে সকল মানুষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংগঠিতভাবে হিংসা-বর্বরতা-দুষ্কর্ম করছে, যারা দারিদ্র, অশিক্ষা, অনুন্নতির সুযোগ নিয়ে জনজাতি ও গরীব মানুষদের ধর্মান্তরণ করছে এবং সমাজে হিংসা ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে তাদের সমূলে সমাপ্ত করা এবং দেশকে আতংকবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দেশের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত সন্ত-মহাত্মা এবং তাঁদের ভক্ত-শিষ্যদের কাছে উদাত্ত আহ্বান—তাঁরা যেন নির্দিধায় ধর্ম রক্ষা মঞ্চে যোগদান করে দেশ ও জাতিকে সংকটমুক্ত করেন। হম সবকা এক হি নারা, 'জাগে ভারত দেশ হামারা'!!